أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربعة

দ্বীনে ইছলামের মৌলনীতি ও তার চারটি মূলকথা

মূল- আশ্‌শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ছুলাইমান আত্‌ তামীমী رحمه الله

প্রশ্নোত্তর আকারে গ্রন্থ বিন্যাস- আল ‘ আল্লামা মুহাম্মাদ আত্‌ ত্বায়্যিব ইবনু ইছহাক্ব আল আন্‌সারী আল্‌ মাদানী رحمه الله

অনুবাদক- শাইখ হাম্মাদ বিল্লাহ حفظه الله

ই-বুক

কপিরাইটঃ- এসো দ্বীন শিখি প্রকাশনী

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য অনলাইনে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

দ্রষ্টব্যঃ- বইটি এসো দ্বীন শিখি পাবলিকেশন (www.eshodinshikhi.com) এর একটি অনলাইন প্রকাশনা। বিশেষভাবে ডিজাইন ও বিন্যাস করে এটি পাঠকদের জন্য ফ্রি অনলাইনে রাখা হলো। কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ব্যতীত অবিকল বইটি ব্যবসা বা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নয় বরং শুধুমাত্র দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে কেউ ইচ্ছে করলে প্রিন্ট, ফটোকপি করে কিংবা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত প্রচার করতে পারবেন। এই বই থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাইলে অবশ্যই সূত্রটি উল্লেখ করবেন।

বিশিষ্ট ইছলামী সংস্কারক আশ্‌শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ছুলাইমান আত্ তামীমী رحمه الله এর অত্যন্ত মূল্যবান পুস্তিকা “উসূলুদ্ দ্বীন আল ইছলামী মা‘আ ক্বাওয়া‘ইদিহিল আরবা‘আ” (দ্বীনে ইছলামের মৌলনীতি ও তার চারটি মূলকথা) থেকে ‘আলামা মুহাম্মাদ আত্ ত্বায়্যিব ইবনু ইছহাক্ব আল আনসারী আল মাদানী رحمه الله কর্তৃক প্রশ্ন-উত্তর আকারে সাজানো এই অংশটুকু “এসো দ্বীন শিখি” ওয়েবসাইট এর জন্য বাংলাভাষায় অনুবাদ করে পাঠানো হলো। অবশিষ্ট অংশটুকুও শীঘ্রই ওয়েবসাইটটিতে প্রকাশিত হবে ইনশা-আল্লাহ্। আল্লাহ سبحانه وتعالى তাদের দু’জনকে পরকালে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন এবং আমাদের সকলকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। আ-মী-ন

আবূ ছা 'আদা হাম্মাদ বিল্লাহ

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

بسم الله الرحمن الرحيم

আমরা তাঁর (আল্লাহ্‌র) কাছেই সাহায্য চাই। সালাত ও ছালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কিরামের رضي الله عنهم উপর।

দ্বীনে ইছলামের মৌলনীতি:-

প্রশ্ন:- কোন চারটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য?

উত্তর:- চারটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। বিষয়গুলো হলো যথা:-

(এক) 'ইলম বা জ্ঞান অর্জন! আর তা হলো এমন জ্ঞান অর্জন করা যা দ্বারা দালীল-প্রমাণ সহ আল্লাহ্‌র (عز وجل), তাঁর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর দ্বীনে ইছলামের সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

(দুই) এই জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করা তথা এই 'ইলম অনুযায়ী 'আমাল করা।

(তিন) আল্লাহ্‌র, তাঁর নাবীর এবং তাঁর দ্বীনের (দ্বীনে ইছলামের) জ্ঞান অর্জনের প্রতি মানবজাতিকে আহবান করা।

(চার) এসব কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা।

প্রশ্ন:- উপরোক্ত কথাগুলোর প্রমাণ কি?

উত্তর:- উল্লেখিত কথাগুলোর স্বপক্ষে প্রমাণ হলো, আল্লাহ্‌র (سبحانه وتعالى) এ বাণী:-

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.[১]

অর্থাৎ- আবহমান কালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্মগুলো করে, এবং যারা পরস্পরকে সত্যের নিরন্তর উপদেশ দেয় এবং উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের।[২]

১. سورة العصر

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

প্রশ্ন:- এই ছূরাটি সম্পর্কে ইমাম শাফি'য়ী رحمه الله কি বলেছেন?

উত্তর:- এ সম্পর্কে ইমাম শাফি'য়ী رحمه الله বলেছেন- যদি আল্লাহ ﷻ এই ছূরা ব্যতীত আর কোন ছূরা অবতীর্ণ নাও করতেন, তাহলে মানুষের জন্য এই ছূরাটিই যথেষ্ট হতো।

প্রশ্ন:- জ্ঞানের পূর্বে কথা ও কাজ, না কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক?

উত্তর:- অবশ্যই কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। একথার প্রমাণ হলো, আল্লাহ্‌র (سبحانه وتعالى) এ বাণী:-

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ.[৩]

অর্থাৎ- জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।[৪]

এ আয়াতে দেখা যায় যে, আল্লাহ عزوجل কথা ও কাজের পূর্বে জানার তথা জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাইতো ইমাম বুখারী رحمه الله সাহীহ্ বুখারীতে "কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান" শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন।

প্রশ্ন:- যে তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানা এবং তদনুযায়ী 'আমাল করা প্রতিটি মুছলমানের অবশ্য কর্তব্য, সে বিষয়গুলো কি?

উত্তর:- সে বিষয়গুলো হলো যথা:-

(এক) আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরকে রিয্‌ক্ব দান করেছেন। তিনি আমাদেরকে অনর্থক ছেড়ে দেননি বরং আমাদের প্রতি (বিশেষ বার্তা দিয়ে) রাছূল পাঠিয়েছেন। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (سبحانه وتعالى) প্রেরিত রাছূলের আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি রাছূলের অবাধ্যতা বা নাফরমানী করবে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

প্রশ্ন:- উপরোক্ত কথাগুলোর প্রমাণ কি?

---

২. ছূরা আল 'আস্‌র

৩. سورة محمد- ١٩

৪. ছূরা মুহাম্মাদ-১৯

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো, আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً.[৫]

অর্থাৎ- আমি তোমাদের প্রতি একজন রাছূলকে তোমাদের জন্যে সাক্ষী প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফির'আউনের কাছে একজন রাছূল। অতঃপর ফির'আউন সেই রাছূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে পাকড়াও করলাম অত্যন্ত কঠিন ভাবে।[৬]

(দুই) আল্লাহ ﷻ তাঁর 'ইবাদাতে কাউকে বা কোন কিছুকে তাঁর সাথে অংশীদার করা হোক, এটা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। এমনকি তিনি তাঁর নৈকট্য লাভকারী কোন ফিরিশতার কিংবা তাঁর প্রেরিত কোন নাবীর অংশীদারিত্বও আদৌ পছন্দ করেন না।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:-এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.[৭]

অর্থাৎ- আর মাছজিদসমূহ আল্লাহ্‌র জন্যে। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।[৮]

(তিন) যে ব্যক্তি রাছূলের (ﷺ) আনুগত্য করবে এবং কথায়, কাজে ও অন্তরে আল্লাহকে (ﷻ) একক ও অদ্বিতীয় স্বীকার করবে, তার জন্য আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাছূলের (ﷺ) বিরুদ্ধাচারী; নাফরমানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা জায়িয নয়, যদিও সে ব্যক্তি তার একান্ত কোন আপনজন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- একথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

---

৫. سورة المزمل- ١٥-١٦

৬. ছূরা আল মুয্‌যাম্মিল-১৫-১৬

৭. سورة الجن- ١٨

৮. ছূরা আল জিন-১৮

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِّ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[৯]

অর্থাৎ- আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় আপনি পাবেন না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাছূলের বিরুদ্ধাচারীদের সাথে ভালোবাসা পোষণ করে, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়ে থাকে। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য নির্দেশ দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে।[১০]

প্রশ্ন:- হানাফিয়্যাহ তথা খাঁটি দ্বীনে ইবরাহীম কী?

উত্তর:- খাঁটি দ্বীনে ইবরাহীম হলো, একনিষ্ঠভাবে খাঁটি মনে শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত করা।

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে ‘ইবাদাতকে খাঁটি করা। সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ ﷻ এ কাজেরই নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ জন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তরঃ- এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ.[১১]

অর্থাৎ- আমি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র এ জন্যে যে তারা শুধু আমারই ‘ইবাদাত করবে।[১২]

প্রশ্ন:- “আমারই ‘ইবাদাত করবে” কথাটির অর্থ কী?

---

৯. سورة المجادلة-٢٢

১০. ছূরা আল মুজাদালাহ-২২

১১. سورة الذاريات- ٥٦

১২. ছুরা আয্ যারিয়াত- ৫৬

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

উত্তর:- একথার অর্থ হলো "আমাকে একক ও অদ্বিতীয় সাব্যস্ত করবে এবং একমাত্র আমাকেই আদেশ ও নিষেধদাতা বলে সর্বতোভাবে স্বীকার করবে"।

প্রশ্ন:- আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) আদেশকৃত সর্বপ্রধান বিষয়টি কি?

উত্তর:- আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) আদেশকৃত সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র (عَزَّوَجَلَّ) এককত্ব অক্ষুন্ন রাখা।

প্রশ্ন:- তাওহীদ অর্থ কী?

উত্তর:- তাওহীদ অর্থ হলো- 'ইবাদাতে আল্লাহ্‌কে (جَلَّ وَعَلَا) একক ও অদ্বিতীয় সাব্যস্ত করা এবং তিনি নিজের যে সব গুণ বা সিফাত বর্ণনা করেছেন এবং রাছূল ﷺ তাঁর যেসব গুণের বর্ণনা দিয়েছেন, সে সব সুমহান গুণাবলিকে ধ্রুবসত্য বলে মেনে নেয়া, সাথে সাথে সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে এবং সৃষ্টির সাথে কোনরূপ সাদৃশ্য থেকে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পুতঃপবিত্র ঘোষণা দেয়া।

প্রশ্ন:- আল্লাহ্‌র (عَزَّوَجَلَّ) নিষেধকৃত সর্বপ্রথম বিষয়টি কি?

উত্তর:- আল্লাহ্‌র (جَلَّ وَعَلَا) নিষেধকৃত সর্বপ্রথম বিষয় হলো- শিরক।

প্রশ্ন:- শির্‌ক কী?

উত্তর:- শিরক হলো আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) সাথে অন্য কাউকে আহবান করা এবং আল্লাহ (جَلَّ جَلَالُهُ); যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) সাথে 'ইবাদাতে অন্য কাউকে বা কোন কিছুকে অংশীদার করা।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) এ বাণী:-

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.[১৩]

অর্থাৎ- আর তোমরা উপাসনা করো আল্লাহ্‌র এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না।[১৪]

---

১৩. سورة النساء-٣٦

১৪. ছূরা আন্‌নিছা- ৩৬

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا.[১৫]

অর্থাৎ- অতএব, তোমরা কাউকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করো না।[১৬]

প্রশ্ন:- যে তিনটি মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, যেগুলো কার্যে পরিণত করা তথা বাস্তবায়ন করা এবং যে মূলনীতিগুলোর প্রতি আহবান জানানো প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য, সে তিনটি মূলনীতি কি?

উত্তর:- সে তিনটি মূলনীতি হলো-

(এক) বান্দাহ্‌কে তার মহান পালনকর্তা; আল্লাহ্‌র (ﷻ) পরিচয় লাভ করা।

(দুই) তার দ্বীন; ইছলামের পরিচয় লাভ করা।

(তিন) তার নাবী; মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিচয় লাভ করা।

প্রশ্ন:- কে তোমার পালনকর্তা?

উত্তর:- আমার পালনকর্তা হলেন আল্লাহ ﷻ, যিনি আমাকে এবং সমগ্র জগতকে তাঁর অশেষ নি'মাত (দান ও অনুগ্রহ) দ্বারা প্রতিপালন করছেন। তিনিই হলেন আমার একমাত্র উপাস্য (মা'বূদ), তিনি ব্যতীত আমার আর কোন মা'বূদ নেই।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ ﷻ এ বাণী:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.[১৭]

অর্থাৎ- যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র (ﷻ) যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।[১৮]

---

১৫. سورة البقرة-٢٢

১৬. ছূরা আল বাক্বারাহ- ২২

১৭. سورة الفاتحة-١

১৮. ছূরা আল ফাতিহা-১

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

একমাত্র আল্লাহ ﷻ ব্যতীত সকল কিছুই হলো জগত বা সৃষ্টি, আর আমিও এই জগতেরই একজন তথা আল্লাহ্‌র (ﷻ) সৃষ্ট এক সৃষ্টি বা মাখলূক্ব।

প্রশ্ন:- কিসের দ্বারা তুমি তোমার মহান পালনকর্তার পরিচয় লাভ করলে?

উত্তর:- তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিদর্শনসমূহ, তাঁর সৃষ্টি বিশ্বজগত, রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য, সাত আছমান, সাত যমীন এবং আছমান ও যমীনে আর এ দু'য়ের মধ্যবর্তী যা কিছু রয়েছে, এসবের দ্বারা আমি আমার মহান পালনকর্তার পরিচয় লাভ করেছি।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ-

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.[১৯]

অর্থাৎ- তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে ছাজদাহ করো না চন্দ্রকেও না, তোমরা ছাজদা করো সেই আল্লাহকে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা বাস্তবিকই কেবল তাঁরই 'ইবাদাত করো।[২০]

ক্বোরআনে কারীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.[২২]

অর্থাৎ- নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর 'আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর আচ্ছাদিত করে দেন এমতাবস্থায় যে, রাত দ্রুত গতিতে দিনের অনুসরণ করে চলে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র, এগুলো তাঁর নির্দেশে পরিচালিত। জেনে রেখো! সৃষ্টি করা এবং আদেশ প্রদানের মালিক তিনিই। আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।[২২]

---

১৯. سورة فصلت- ٣٧

২০. ছূরা ফুস্‌সিলাত- ৩৭

২১. سورة الأعراف- ٥٤

২২. ছূরা আল আ'রাফ- ৫৪

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

প্রশ্ন:- রাব্ বা পালনকর্তা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর:- রাব্ বা পালনকর্তা বলতে প্রধান অভিভাবক, মালিক বা অধিপতি এবং অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদানকারীকে বুঝায়। আর এই রাব্ বা পালনকর্তাই হলেন 'ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য ও হক্বদার।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্র (ﷻ) এ বাণী:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.[২৩]

অর্থাৎ- হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনর্তার 'ইবাদাত করো, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে হয়ত তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহ্র সাথে তোমরা অন্য কাউকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জানো।[২৪]

সুতরাং যিনি এসব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই হলেন 'ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য, অধিকারী, 'ইবাদাত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

প্রশ্ন:-'ইবাদাত কী, 'ইবাদাত বলতে কী বুঝায়?

উত্তর:- 'ইবাদাত হলো চূড়ান্ত বশ্যতা ও বিনয় প্রদর্শন এবং সাথে সাথে যার প্রতি এরূপ বশ্যতা ও বিনয় প্রদর্শন করা হয় তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসা ও সুগভীর সম্পর্ক পোষণ।

অন্য কথায়, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্য যতসব কাজকে আল্লাহ ﷻ ভালবাসেন বা পছন্দ করেন, সে সব কাজের সামষ্টিক নাম হলো 'ইবাদাত।

প্রশ্ন:- আল্লাহ্র (ﷻ) নির্দেশিত 'ইবাদাত কত প্রকার ও কি কি?

---

২৩. سورة البقرة- ٢١-٢٢

২৪. ছূরা আল বাক্বারাহ- ২১-২২

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

উত্তর:- আল্লাহ্‌র (ﷻ) নির্দেশিত ‘ইবাদাত অনেক প্রকার। তন্মধ্যে হচ্ছে যেমন- ইছলাম, ঈমান, ইহ্‌ছান, দু‘আ, ভয়, আশা, ভরসা বা নির্ভরতা, অনুরাগ, আগ্রহ, ভীতি, বিনয়, প্রত্যাবর্তন, সাহায্য প্রার্থনা, আশ্রয় প্রার্থনা, বিপদ থেকে উদ্ধার কামনা, যবেহ্‌ করা, নয্‌র-মানত করা ইত্যাদি।

এসব ‘ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্‌র (ﷻ) জন্যে সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত। এগুলো একমাত্র তাঁরই অধিকার ও প্রাপ্য।

প্রশ্ন:- সকল প্রকার ‘ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্‌র (ﷻ) জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত, এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.[৫২]

অর্থাৎ- এবং নিশ্চয়ই মাছজিদ সমূহ আল্লাহ্‌র জন্যে, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।[২৬]

ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ.[৭২]

অর্থাৎ- আপনার পালনকর্তা ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁর ‘ইবাদাত ব্যতীত আর কারো ‘ইবাদাত করো না।[২৮]

প্রশ্ন:- যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ ‘ইবাদাতও আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য কারো জন্যে নিবেদন করে, শারী‘য়াতে ইছলামিয়্যাহ্‌তে তার হুক্‌ম কি?

উত্তর:- শারী‘য়াতে ইছলামিয়্যাহ্‌র দৃষ্টিতে সে হলো মুশরিক (অংশীবাদী), কাফির (আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারী)।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কি?

---

২৫. سورة الجن- ١٨

২৬. ছূরা আল জিন- **১৮**

২৭. سورة الإسراء -٢٣

২৮. ছূরা বানী ইছরাইল- **২৩**

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) এ বাণী: -

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.[২৯]

অর্থাৎ- যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে যার ব্যাপারে তার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তাহলে তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে রয়েছে, নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না।[৩০]

প্রশ্ন:- "দু'আ" এক প্রকার 'ইবাদাত, এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- একথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (عَزَّوَجَلَّ) এ বাণী:-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.[৩১]

অর্থাৎ- তোমাদের পালনকর্তা বলেন- তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা অহংকার বশে আমার 'ইবাদাত থেকে বিমূখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।[৩২]

ছুন্নাহ্‌ থেকে এর প্রমাণ হলো রাছূল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) এর এই হাদীছ-

الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ.[৩৩]

অর্থ- দু'আ হলো 'ইবাদাতের সার।[৩৪]

অন্য বর্ণনায় বর্ণিত রয়েছে, রাছূল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) বলেছেন:-

الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ.[৩৫]

অর্থ- দু'আ-ই হলো 'ইবাদাত।[৩৬]

---

২৯. سورة المؤمنون- ١١٧

৩০. ছূরা আল মু'মিনূন- ১১৭

৩১. سورة غافر- ٦٠

৩২. ছূরা গাফির- ৬০

৩৩. رواه الترمذي

৩৪. তিরমিযী

৩৫. رواه أحمد و الترمذي و أبو داؤود

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

প্রশ্ন:- "ভয় করা" এক প্রকার 'ইবাদত, এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.[৩৭]

অর্থাৎ- অতএব, তোমরা তাদের ভয় করো না। বরং ভয় করো আমাকে যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।[৩৮]

প্রশ্ন:- "আশা করা" এক প্রকার 'ইবাদাত, এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) এ বাণী: -

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.[৩৯]

অর্থাৎ- অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার 'ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।[৪০]

প্রশ্ন:- "তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা" এক প্রকার 'ইবাদাত, এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ-

وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.[৪১]

অর্থাৎ- আর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।[৪২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.[৪৩]

---

৩৬. মুছনাদে ইমাম আহ্‌মাদ, জামে' তিরমিযী, ছুনানু আবী দাউদ

৩৭. سورة آلعمران- ١٧٥

৩৮. ছূরা আলে 'ইমরান- ১৭৫

৩৯. سورة الكهف- ١١٠

৪০. ছূরা আল কাহফ- ১১০

৪১. سورة المائدة- ٢٣

৪২. ছূরা আল মা-য়িদাহ- ২৩

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ- যে কেউ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে তাহলে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।[৪৪]

প্রশ্ন:- "অনুরাগ, আগ্রহ, ভীতি ও বিনয়" ইত্যাদি যে এক এক প্রকার 'ইবাদাত, এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- একথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) এ বাণী:-

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ.[৪৫]

অর্থাৎ- তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো এবং তারা গভীর আগ্রহ ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতো এবং তারা ছিল আমার প্রতি বিনীত।[৪৬]

প্রশ্ন:- "আশঙ্কা পোষণ" এক প্রকার 'ইবাদাত, এর প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (جَلَّ وَعَلَا) এ বাণী:-

فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي.[৪৭]

অর্থাৎ- অতএব তাদের ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো।[৪৮]

প্রশ্ন:- "অনুশোচনা (তাওবা) করে আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) দিকে প্রত্যাবর্তন বা ফিরে যাওয়া" এক প্রকার 'ইবাদাত, এর প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (عَزَّ وَجَلَّ) এ বাণী:-

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ.[৪৯]

---

৪৩. سورة الطلاق- ٣

৪৪. ছূরা আত্ ত্বালাক্ব- ৩

৪৫. سورة الأنبياء- ٩٠

৪৬. ছূরা আল আম্বিয়া- ৯০

৪৭. سورة البقراة- ١٥٠

৪৮. ছূরা আল বাক্বারাহ- ১৫০

৪৯. سورة الزمر- ٥٤

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ- এবং তোমরা তাওবা করে তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তোমাদের প্রতি ‘আযাব আসার আগেই তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করো, কেননা এরপর তোমাদেরকে কোন সাহায্য করা হবেনা।[৫০]

প্রশ্ন:- “সাহায্য প্রার্থনা” এক প্রকার ‘ইবাদাত, এর প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) এ বাণী:-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.[১৫]

অর্থাৎ- আমরা একমাত্র তোমারই ‘ইবাদাত করি এবং শুধু তোমার নিকটই সাহায্য চাই।[৫২]

এ বিষয়ে আরেকটি প্রমাণ হলো রাছূল ﷺ এর এই হাদীছ-

إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ.[৩৫]

অর্থাৎ- যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন কেবল আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো।[৫৪]

প্রশ্ন:- “আশ্রয় প্রার্থনা” একপ্রকার ‘ইবাদাত, এর প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (عَزَّوَجَلَّ) নিম্নোক্ত বাণী:-

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ.[৫৫]

অর্থাৎ- বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা‘বূদের।[৫৬]

প্রশ্ন:- “বিপদ থেকে উদ্ধার কামনা” এক প্রকার ‘ইবাদাত, এর প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো, ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত-

---

৫০. ছূরা আয্ যুমার-৫৪

৫১. سورة الفاتحة- ٤

৫২. ছূরা আল ফাতিহা- ৪

৫৩. رواه الترمذي

৫৪. জামে‘ তিরমিযী

৫৫. سورة الناس- ١-٣

৫৬. ছূরা আন্‌নাছ- ১-৩

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ.[৫৭]

অর্থাৎ- তোমরা যখন উদ্ধার কামনা করছিলে তোমাদের পালনকর্তার নিকট, তখন তিনি তোমাদের ডাক ক্ববূল করলেন এই বলে যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত এক হাজার ফিরিশতার মাধ্যমে।[৫৮]

প্রশ্ন:- "যবেহ্ বা ক্বোরবানী করা" এক প্রকার 'ইবাদাত, এর প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্র (ﷻ) এ বাণী:-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.[৫৯]

অর্থাৎ- বলুন, আমার নামায, আমার ক্বোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই, আমি তা-ই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম আত্মসমর্পণকারী।[৬০]

এ বিষয়ে আরেকটি প্রমাণ হলো রাছূল ﷺ এর হাদীছ:-

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.[৬১]

অর্থ- যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্র (আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্য কারো) উদ্দেশ্যে যবেহ্ করে, তার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত (লা'নাত) বর্ষণ করেন।[৬২]

প্রশ্ন:- "নয্র-মানত করা" এক প্রকার 'ইবাদাত, এর প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্র (سبحانه وتعالى) এ বাণী:-

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.[৬৩]

---

৫৭. سورة الأنفال- ٩

৫৮. ছূরা আল আনফাল-৯

৫৯. سورة الأنعام- ١٦٢-١٦٣

৬০. ছূরা আল আন'আম- ১৬২-১৬৩

৬১. رواه مسلم

৬২. সাহীহ্ মুছলিম

৬৩. سورة الإنسان-٧

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ- তারা মানত পূর্ণ করে এবং সে দিনকে ভয় করে যে দিনের অনিষ্ট হবে অত্যন্ত ব্যাপক।[৬৪]

প্রশ্ন:- যে তিনটি মৌলনীতি সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য, তন্মধ্যে দ্বিতীয় মৌলনীতি কি?

উত্তর:- দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় বা মৌলনীতিটি হলো দালীল-প্রমাণ সহ দ্বীন-ইছলামকে জানা তথা দ্বীনে ইছলামের জ্ঞান অর্জন করা।

প্রশ্ন:- ইছলাম কী? দ্বীনে ইছলাম বলতে কী বুঝায়?

উত্তর:-দ্বীনে ইছলাম হলো, তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) এককত্ব ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র (جَلَّ وَعَلَا) প্রতি আত্মসমর্পণ করা, আনুগ্যতের মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা এবং শির্‌ক (অংশীবাদ) ও মুশরিকদের (অংশীবাদীদের) সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

প্রশ্ন:- দ্বীনে ইছলামের কয়টি শ্রেণী বা পর্যায় রয়েছে?

উত্তর:-দ্বীনে ইছলামের তিনটি পর্যায় রয়েছে- (ক) ইছলাম (খ) ঈমান (গ) ইহ্‌ছান। আবার এই তিনটি পর্যায়ের প্রত্যেকটির কয়েকটি রুক্‌ন বা ভিত্তি রয়েছে।

প্রশ্ন:- ইছলামের ভিত্তি কয়টি ও কি কি?

উত্তর:- ইছলামের ভিত্তি পাঁচটি। যথা:-

(১)"আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র (عَزَّ وَجَلَّ) রাছূল" এই ঘোষণা ও সাক্ষ্য প্রদান করা।

(২) নামায ক্বায়িম করা।

(৩) যাকাত প্রদান করা।

(৪) রামাযান মাসে রোযা পালন করা।

(৫) বাইতুল্লাহ্‌র হাজ্জ সম্পাদন করা।

৬৪. ছূরা আল ইনছান- ৭

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

প্রশ্ন:- আল্লাহ ﷻ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, এই সাক্ষ্যদানের প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.[৬৫]

অর্থাৎ- আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফিরিশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি (আল্লাহ) ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৬৬]

প্রশ্ন:- "আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ (উপাস্য) নেই" একথার অর্থ কি?

উত্তর:- এ কথার অর্থ হলো- "একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য (মা'বূদ) নেই"।

প্রশ্ন:- "লা-ইলাহা" (কোনো মা'বূদ নেই) এই বাক্যটি দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর:- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- 'ইবাদাতকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র (ﷻ) জন্য প্রতিষ্ঠিত করা। রাজত্বে যেমন আল্লাহ্‌র (ﷻ) কোন অংশীদার নেই, তেমনি 'ইবাদাতেও তাঁর কোন অংশীদার বা শরীক নেই। "ইল্লাল্লাহ" বাক্যটি দ্বারা 'ইবাদাতকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র (ﷻ) জন্যে সাব্যস্ত ও সুনির্ধারিত করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন:- উল্লেখিত কথাগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কী?

উত্তর:- ক্বোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে উল্লেখিত বক্তব্যের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.[৬৭]

অর্থাৎ- যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তবে আমার সম্পর্ক কেবল তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতএব, তিনিই আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। আর এ কথাটিকে তিনি অক্ষয় বাণীরূপে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গেলেন যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।[৬৮]

---

৬৫. سورة آل عمران- ١٨

৬৬. ছূরা আলে 'ইমরান- ১৮

৬৭. سورة الزخرف- ٢٦-٢٨

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَّ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهَّ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.[৬৯]

অর্থাৎ-বলুন! "হে আহলে কিতাবগণ! একটি কথার দিকে এসো- যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো 'ইবাদাত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমরা একে অপরকে পালনকর্তা হিসাবে গ্রহণ করব না"। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দিন যে, "সাক্ষী থাকো- আমরা হলাম মুছলমান"।[৭০]

প্রশ্ন:- "মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাছূল" এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.[৭১]

অর্থাৎ- নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাছূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর কাছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, দয়াময়।[৭২]

আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهَّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.[৭৩]

অর্থাৎ- মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাছূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।[৭৪]

প্রশ্ন:- "মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাছূল" এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ কী?

---

৬৮. ছূরা আয্ যুখরুফ- ২৬-২৮

৬৯. سورة آل عمران- ٦٤

৭০. ছূরা আ-লে 'ইমরান- ৬৪

৭১. سورة التوبة- ١٢٨

৭২. ছূরা আত্ তাওবাহ- ১২৮

৭৩. سورة الفتح-٢٩

৭৪. ছূরা আল ফাত্‌হ -২৯

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

উত্তর:- এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হলো, তিনি যা আদেশ করেছেন তা পালন করা, তিনি যেসব সংবাদ দিয়েছেন সেসব সংবাদকে সত্য বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করা এবং তিনি যেসব বিষয়-বস্তু থেকে নিষেধ ও সর্তক করেছেন সেসব বিষয় বস্তুকে পরিহার ও বর্জন করা এবং একমাত্র রাছূল ﷺ এর প্রদর্শিত পন্থানুযায়ী আল্লাহ্‌র (ﷻ) 'ইবাদাত করা। অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ প্রবর্তিত এবং রাছূল ﷺ প্রদর্শিত পন্থা ও পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন পন্থা বা পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত না করা।

প্রশ্ন:- নামায ও যাকাত ইছলামের রুক্‌ন এ কথার প্রমাণ কি এবং তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র (ﷻ) একত্ববাদের ব্যাখ্যা কী?

উত্তর:- নামায আর যাকাত ইছলামের রুক্‌ন- একথার প্রমাণ এবং তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র (ﷻ) একত্ববাদের ব্যাখ্যা হলো- আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.[৭৫]

অর্থাৎ- এবং তাদেরকে তো কেবল এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করবে, আর নামায ক্বায়িম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।[৭৬]

প্রশ্ন:- রোযা ইছলামের একটি রুক্‌ন, একথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.[৭৭]

অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফার্‌য করা হয়েছে, যেরূপ ফার্‌য করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার।[৭৮]

প্রশ্ন:- হাজ্জ পালন করা ইছলামের একটি রুক্‌ন, এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

---

৭৫. سورة البينة- ٥

৭৬. ছূরা আল বায়্যিনাহ- ৫

৭৭. سورة البقرة- ١٨٣

৭৮. ছূরা আল বাক্বারাহ- ১৮৩

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.[৭৯]

অর্থাৎ- এবং এ ঘরের হাজ্জ সম্পাদন করা হলো মানুষের উপর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য-অধিকার, যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা অমান্য করে, তাহলে আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন।[৮০]

প্রশ্ন:- দ্বীনে ইছলামের দ্বিতীয় পর্যায়টি কী?

উত্তর:- দ্বীনে ইছলামের দ্বিতীয় স্তর বা পর্যায় হলো ঈমান।

প্রশ্ন:- ঈমানের শাখা-প্রশাখা কতটি?

উত্তর:- ঈমানের শাখা সত্তরটিরও অধিক। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শাখাটি হলো, "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ" (আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য মা'বূদ নেই) এ সাক্ষ্য প্রদান করা। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো এবং লজ্জা হলো ঈমানের অন্যতম একটি শাখা।

প্রশ্ন:- ঈমানের রুক্‌ন কয়টি ও কি কি?

উত্তর:- ঈমানের রুক্‌ন ছয়টি-

(১) আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

(২) ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

(৩) আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

(৪) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাছূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

(৫) শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

(৬) তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

প্রশ্ন:- উপরোক্ত ছয়টি বিষয় যে ঈমানের রুক্‌ন, এ কথার প্রমাণ কি?

---

৭৯. سورة آل عمران- ٩٧

৮০. ছূরা আ-লে 'ইমরান- ৯৭

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো- ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত:-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.[৮১]

অর্থাৎ- প্রকৃত পূণ্য শুধু এই নয় যে, তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে বরং প্রকৃত পূণ্যবান হলো সেই ব্যক্তি, যে ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি, ক্বিয়ামাত দিবসের প্রতি, ফিরিশতাগণের প্রতি, আছমানী কিতাব সমূহের প্রতি এবং নাবীগণের প্রতি, আর সম্পদ ব্যয় করে তাঁরই ভালোবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিছকীন, মুছাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী কৃতদাসের জন্যে। আর যারা সালাত ক্বায়িম করে, যাকাত প্রদান করে, এবং যারা অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করে এবং অভাবে, রুগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করে, বস্তুত এরাই হলো সত্যবাদী-সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই হলো পরহেযগার।[৮২]

প্রশ্ন:- তাক্বদীরের (আল্লাহ্‌র নির্ধারণ বা ভাগ্যের)প্রতি বিশ্বাস পোষণ ঈমানের রুক্‌ন, এ কথার প্রমাণ কী?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো- আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) এ বাণী:-

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.[৮৩]

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বস্তুকে নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করছি।[৮৪]

প্রশ্ন:- দ্বীনে ইছলামের তৃতীয় পর্যায় বা স্তর কোনটি?

উত্তর:- ইছলামের তৃতীয় পর্যায়ে হলো- "ইহ্‌ছান"। এটি একটি একক রুক্‌ন।

প্রশ্ন:- ইহ্‌ছান বলতে কি বুঝায়?

উত্তর:- ইহ্‌ছান হলো- আপনি এমনভাবে আল্লাহ্‌র (عَزَّوَجَلَّ) 'ইবাদাত করবেন, যেন আপনি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন। আর যদি এভাবে সম্ভব না হয় তাহলে কমপক্ষে এমনভাবে আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) 'ইবাদাত করবেন যেন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আপনাকে দেখছেন।

---

৮১. سورة البقرة- ١٧٧

৮২. ছূরা আল বাক্বারাহ- ১৭৭

৮৩. سورة القمر- ٤٩

৮৪. ছূরা আল ক্বামার- ৪৯

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

প্রশ্ন:- ইহ্ছান সম্পর্কে উপরোক্ত কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্র (ﷻ) এ বাণী:-

إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.[৮৫]

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।[৮৬]

ক্বোরআনে কারীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.[৮৭]

অর্থাৎ- আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী; পরম দয়ালুর উপর, যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাযে দাঁড়ান এবং নামাযীদের সাথে আপনার উঠা-বসা করেন । নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বোজ্ঞ।[৮৮]

আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ.[৮৯]

অর্থাৎ- বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক না কেন এবং ক্বোরআনের যে কোন অংশ থেকেই তিলাওয়াত কর না কেন কিংবা যে কোন কাজই তোমরা করনা কেন, সর্বাবস্থায় আমি তোমাদের পর্যবেক্ষণ করে থাকি যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর।[৯০]

প্রশ্ন:- ইছলামের যে উপরোল্লেখিত তিনটি শ্রেণী বা পর্যায় রয়েছে, এর ছুন্নাহ বা হাদীছ ভিত্তিক প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত “হাদীছে জিবরাঈল” নামে সু-প্রসিদ্ধ এই হাদীছ-

---

৮৫. سورة النحل- ١٢٨

৮৬. ছূরা আন্ নাহল- **১২৮**

৮৭. سورة الشعراء- ٢١٧-٢٢٠

৮৮. ছূরা আশ শু‘আরা- **২১৭-২২০**

৮৯. سورة يونس- ٦١

৯০. ছূরা ইউনুছ- **৬১**

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.[১৯]

অর্থ- ‘উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদিন আমরা নাবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় ধবধবে সাদা পোষাক পরিহিত ঘন-কালো চুলধারী একজন লোক এসে আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন। তাঁর মধ্যে ছফরের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতেও পারছিল না। তিনি এসে রাছূল ﷺ এর কাছে তাঁর হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসলেন এবং নিজ হস্তদ্বয় স্বীয় উরু দু’টিতে রাখলেন এবং বললেন:- হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইছলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাছূল ﷺ বললেন:- ইছলাম হলো- “তুমি এই ঘোষণা ও সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ (ﷻ) ব্যতীত আর কোন সত্য মা‘বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাছূল এবং নামায ক্বায়িম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রামাযানের রোযা পালন করবে এবং সামর্থ থাকলে বায়তুল্লাহ্‌র হাজ্জ করবে”। আগন্তুক লোকটি বললেন:- “আপনি সত্য বলেছেন”।

আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, তিনি নাবীকে (ﷺ) প্রশ্ন করছেন এবং নিজেই তাকে সত্যায়ন করছেন। অতঃপর আগন্তুক লোকটি রাছূলকে (ﷺ) বললেন:- আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাছূল ﷺ বললেন:- ঈমান হলো- “আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাছূলগণের প্রতি, শেষ দিনের (ক্বিয়ামাত দিবসের) প্রতি এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা”। আগন্তুক লোকটি বললেন:- “আপনি সত্য বলেছেন”। অতঃপর তিনি (আগন্তুক লোকটি) বললেন:- আমাকে ইহছান সম্পর্কে জানতে দিন। রাছূল ﷺ বললেন:- ইহ্‌ছান হলো- “তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র (ﷻ) ‘ইবাদাত করবে যেন তুমি আল্লাহকে (ﷻ) দেখতে পাচ্ছ। আর যদি এ পর্যায়ে সম্ভব না হয়, তাহলে এমনভাবে আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত করবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ (ﷻ) তোমাকে দেখছেন”।

অগন্তুক লোকটি বললেন:- আমাকে ক্বিয়ামাত সম্পর্কে অবহিত করুন।

---

৯১. رواه مسلم

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

রাছূল ﷺ বললেন:- "এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চেয়ে উত্তরদাতা বেশি জানেন না"। আগন্তুক লোকটি বললেন:- আমাকে তাঁর (ক্বিয়ামাতের) 'আলামাত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাছূল ﷺ বললেন:- "দাসী তাঁর মালিক বা কর্তার জন্ম দেবে এবং বিবস্ত্র নগ্নপদ মেষ চারকরা সু-উচ্চ দালান-ইমারত নির্মাণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে"।

'উমার رضي الله عنه বলেন:- এরপর আগন্তুক লোকটি চলে গেলেন। আর আমি সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। রাছূল ﷺ বললেন:- হে 'উমার! তুমি কি জানো, এই প্রশ্নকারী কে ছিলেন? ('উমার رضي الله عنه বলেন) আমি বললাম- আল্লাহ ও তাঁর রাছূলই সবচেয়ে বেশি জানেন। রাছূল ﷺ বললেন:- তিনি (প্রশ্নকারী) ছিলেন জিবরাঈল عليه السلام, তিনি তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীনী বিষয়াদী শিক্ষা দিতে।[৯২]

প্রশ্ন:- দ্বীনে ইছলামের যে তিনটি মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য, তন্মধ্যে তৃতীয় বিষয়টি কী?

উত্তর:- তৃতীয় মৌলিক বিষয়টি হলো- আমাদের নাবী মুহাম্মাদকে (ﷺ) জানা, অর্থাৎ তাঁর পরিচয় লাভ করা, তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ ইবনু 'আব্দিল মুত্তালিব ইবনু হাশিম। তাঁর দাদার পিতামহ হাশিম ছিলেন ক্বোরাইশ গোত্রের লোক। আর ক্বোরাইশ গোত্র ছিল 'আরাবদের বংশধর, আর 'আরাব বংশধরেরা ছিলেন ইবরাহীম عليه السلام এর পুত্র ঈছমাঈল عليه السلام এর বংশধর।

প্রশ্ন:- রাছূল ﷺ কত বছর জীবন লাভ করেছিলেন?

উত্তর:- রাছূল ﷺ মোট তেষট্টি বৎসর জীবন লাভ করেছিলেন। তন্মধ্যে নাবুওয়্যাত লাভের পূর্বে চল্লিশ বৎসর এবং নাবুওয়্যাত প্রাপ্তির পরে তেইশ বৎসর। ছূরাতুল 'আলাক্ব এর "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَمِ" (ইক্বরা' বিছমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক্ব .....) এই ক'টি আয়াত নাযিলের মধ্য দিয়ে আল্লাহ جل جلاله তাঁকে নাবুওয়্যাত প্রদান করেন এবং ছূরা আল মুদ্দাছ্ছির এর প্রারম্ভিক কয়েকটি আয়াত নাযিলের মধ্য দিয়ে আল্লাহ سبحانه وتعالى তাঁকে রিছালাত দান করেন। রাছূল ﷺ এর জন্ম স্থান হলো পবিত্র মাক্কাহ নগরী।

প্রশ্ন:- মুহাম্মাদকে (ﷺ) আল্লাহ سبحانه وتعالى কি উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন?

৯২. সাহীহ্ মুছলিম

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

উত্তর:- শিরকের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন ও সর্তক করার জন্যে এবং তাওহীদের (আল্লাহ্‌র এককত্ব অক্ষুন্ন রাখার) প্রতি আহবান জানানোর জন্যে।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.[৯৩]

অর্থাৎ- হে চাদরাবৃত! উঠুন, সর্তক করুন, আপনার পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, আপন পোশাক পবিত্র করুন, এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন, অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অন্যকে কিছু দিবেন না এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করুন।[৯৪]

প্রশ্ন:- "قُمْ فَأَنْذِرْ" (উঠুন, সতর্ক করুন!) এই বাক্যটির অর্থ কি?

উত্তর:- এর অর্থ হলো- শিরক থেকে সর্তক করুন এবং তাওহীদের প্রতি আহবান করুন।

প্রশ্ন:- "وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ" (আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, আপন পোশাক পবিত্র করুন!) এই বাক্যটির অর্থ কি?

উত্তর:- এর অর্থ হলো- তাওহীদের দ্বারা আপনার পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন এবং আপনার কাজ-কর্মকে শির্‌ক থেকে মুক্ত ও পবিত্র করুন।

প্রশ্ন:-"وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ" (এবং অপবিত্রতা থেকে দুরে থাকুন!) এ বাক্যটির অর্থ কি?

উত্তর:- আপনি মূর্তি ও দেব-দেবীকে পরিহার করুন এবং সাথে সাথে মূর্তিপূজারী এবং যারা বিভিন্ন ভাবে মূর্তির বা দেব-দেবীর সাথে সুসম্পর্ক রাখে তাদেরকেও পরিত্যাগ করুন এবং এদের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও দূরে রাখুন।

প্রশ্ন:- রাছূল ﷺ এ দা'ওয়াত (শিরক থেকে সর্তক ও সাবধান করা এবং আল্লাহ্‌র এককত্ব অক্ষুন্ন রাখার তথা তাওহীদের প্রতি আহবান জানানো) একাধারে কত দিন চালিয়ে গেছেন।

---

৯৩. سورة المدثر- ١-٧

৯৪. ছূরা আল মুদ্দাছ্‌ছির- ১-৭

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

উত্তর:- রাছূল ﷺ একাধারে দশ বৎসর এ দা'ওয়াত দিয়ে গেছেন। অতঃপর তাঁকে ঊর্ধ্বাকাশে (মি'রাজে) নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফার্য করে দেয়া হয়। এর কিছু দিন পর রাছূলকে (ﷺ) মাক্কাহ মুকার্‌রামাহ থেকে মাদীনাহ মুনাওয়ারায় হিজরাতের নির্দেশ দেয়া হয়।

প্রশ্ন:- হিজরাত বলতে কি বোঝায়?

উত্তর:- কুফ্‌র-শির্‌কের দেশ ছেড়ে ইছলামী দেশে কিংবা বিদ'আতের দেশ ছেড়ে ছুন্নাতের অনুসারী দেশে বা ইছলামী রাষ্ট্রে চলে যাওয়াকে হিজরাত বলা হয়।

প্রশ্ন:- ইছলামের দৃষ্টিতে হিজরাতের হুক্‌ম (বিধান) কী?

উত্তর:- শিরকের দেশ ছেড়ে ইছলামী দেশে প্রত্যাগমন (হিজরত) করা এমনিভাবে যে দেশে বিদ'আত চর্চা ও অনুশীলনের প্রতি আহবান জানানো হয় এরকম দেশ ছেড়ে যে দেশে রাছূল ﷺ এর ছুন্নাতের অনুশীলন ও চর্চা হয় সে দেশে প্রত্যাগমন করা মুছলমানদের জন্য ফার্য। শারী'য়াতের এ হুক্‌ম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকবে।

প্রশ্ন:- শির্‌কী বা বিদ'আতী রাষ্ট্র থেকে ইছলামী বা ছুন্নাতী রাষ্ট্রে হিজরাত করা মুছলমানদের জন্য ফার্য, এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً. فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا.[৯৫]

অর্থাৎ- যারা নিজে নিজের প্রতি যুল্‌ম করে, ফিরিশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলেন, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, এ ভূখন্ডে আমরা অসহায়-দুর্বল ছিলাম। ফিরিশতারা বলেন, আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়-দুর্বল, যারা কোন উপায় করতে পারে না এবং কোন পথ প্রাপ্ত হয় না। অতএব, তাদের ব্যাপারে আশা করা যায় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।[৯৬]

---

৯৫. سورة النساء- ৯৭-৯৯

৯৬. ছূরা আন্‌নিছা- ৯৭-৯৯

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

ক্বোরআনে কারীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ.[৯৭]

অর্থাৎ-হে আমার ঈমানদার বান্দাহগণ! নিশ্চয়ই আমার যমীন সুপ্রশস্ত, অতএব তোমরা আমারই 'ইবাদাত করো।[৯৮]

প্রশ্ন:- উপরোক্ত আয়াত দু'টি নাযিলের প্রেক্ষাপট বা কারণ কি?

উত্তর:- প্রথমোক্ত আয়াতটি নাযিলের কারণ হলো- মাক্কার একদল লোক ইছলাম গ্রহণের পরে, যখন মাক্কাহ ছেড়ে হিজরাতের নির্দেশ এলো তখন তারা রাছূল ﷺ এর সাথে হিজরাত না করে বরং নিজ শহর মাক্কাতেই থেকে গেল। এমনকি এদের মধ্যে অনেকে ফিতনায় নিপতিত হয়ে বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকদের পক্ষাবলম্বন করল। তাই আল্লাহ ﷻ তাদের পেশকৃত 'উযর-অসুবিধাকে (হিজরাত না করার কারণ হিসেবে তাদের পেশকৃত যাবতীয় 'উযর-অসুবিধাকে) প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদের এই কৃতকর্মের প্রতিফল হলো- জাহান্নাম, এই ঘোষণা দিয়ে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

উপরোক্ত দ্বিতীয় আয়াতটি নাযিলের কারণ হলো- একদল মুছলমান মাক্কাতে অবস্থানরত ছিলেন, তারা তখন পর্যন্ত হিজরাত করেননি। এই আয়াত নাযিলের মধ্য দিয়ে আল্লাহ ﷻ তাদেরকে ঈমানদার বলে সম্বোধন করছেন এবং তাদেরকে হিজরাত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

প্রশ্ন:- "হিজরাতের হুক্ম ক্বিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে" হাদীছ থেকে এর প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো রাছূল ﷺ এর এই হাদীছ-

لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.[৯৯]

অর্থ- হিজরাতের বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ বা স্থগিত হবে না যতক্ষণ না তাওবাহ্‌র দরজা বন্ধ হবে, আর তাওবাহ্‌র দরজা ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।[১০০]

---

৯৭. سورة العنكبوت- ٥٦

৯৮. ছুরা আল 'আনকাবূত- ৫৬

৯৯. رواه أحمد وأبو داؤود

১০০. আবূ দাঊদ, মুছনাদে ইমাম আহ্‌মাদ

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

প্রশ্ন:- মাদীনায় স্থিতিশীল অবস্থান গ্রহণের পর রাছূলের (ﷺ) প্রতি ইছলামের কি কি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল।

উত্তর:- সেখানে তাঁর প্রতি ইছলামের অবশিষ্ট অন্যান্য যাবতীয় অনুশাসন, হুক্ম-আহ্কাম (ইছলামী বিধি-বিধান) যেমন- যাকাত, রোযা, হাজ্জ, আযান, জিহাদ ইত্যাদি বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করা হয়। (শির্ক বর্জন এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠার হুক্ম তো পূর্বেই মাক্কাহ্তে থাকাকালীন দেয়া হয়েছে।)

প্রশ্ন:- ইছলামের এসব অনুশাসন বাস্তবায়নে তাঁর (রাছূল ﷺ এর) কত দিন সময় লেগেছিল?

উত্তর:- ইছলামের এসব বিধি-বিধান ও অনুশাসন বাস্তবায়নে তাঁর দশ বৎসর সময় লেগেছিল। অতঃপর যদিও রাছূল ﷺ দুনইয়া থেকে চলে গেছেন কিন্তু তাঁর দ্বীন বহাল রয়েছে। এবং ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর অনুসৃত এই দ্বীন বহাল ও বিদ্যমান থাকবে। এমন কোন কল্যাণকর বিষয় নেই যে সম্পর্কে রাছূল ﷺ তার উম্মাতকে অবহিত করেননি কিংবা পথ-নির্দেশ দিয়ে যাননি এবং এমন কোন অকল্যাণকর বিষয় নেই, যে সম্পর্কে তিনি তাঁর উম্মাতকে সর্তক ও সাবধান করেননি।

প্রশ্ন:- সেই সব কল্যাণকর বিষয়গুলো কি, যে সম্পর্কে রাছূল ﷺ উম্মাতকে পথ-নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং সেই সব অকল্যাণকর বিষয়গুলো কি, যা থেকে তিনি (রাছূল ﷺ) তাঁর উম্মাতকে সর্তক ও সাবধান করে গেছেন?

উত্তর:- ভালো ও কল্যাণকর বিষয়গুলো হলো- তাওহীদ তথা আল্লাহ্র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) একত্ববাদ এবং সেই সকল কাজ; যেসব কাজ আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ভালোবাসেন এবং যে সকল কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন। আর মন্দ ও অকল্যাণকর বিষয়গুলো হলো- শির্ক এবং ঐ সমস্ত কাজ; যেগুলোকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ অপছন্দ ও প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রশ্ন:- রাছূলকে (ﷺ) আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى কি বিশেষ কোন গোত্রের প্রতি পাঠিয়েছেন, না সমগ্র মানব জাতির প্রতি পাঠিয়েছেন?

উত্তর:- আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ রাছূলকে (ﷺ) কোন বিশেষ দেশ বা গোত্রের প্রতি নয় বরং সমগ্র বিশ্ব তথা গোঁটা মানবজাতির প্রতি রাছূল হিসাবে পাঠিয়েছেন এবং সমগ্র জিন এবং মানবজাতির উপর তাঁর আনুগত্য ফার্য করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কি?

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো, আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا.[১০১]

অর্থাৎ-(হে নাবী!) আপনি বলুন, হে মানবজাতি নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাছূল।[১০২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ.[১০৩]

অর্থাৎ- যখন আমি আপনার অভিমুখে পাঠিয়েছিলাম একদল জিনকে, তারা ক্বোরআন শুনতেছিল।[১০৪]

প্রশ্ন:- রাছূলের (ﷺ) মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ কি তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ ও সমাপ্ত করে দিয়েছিলেন, না কি রাছূলের (ﷺ) পরে আল্লাহ্‌র দ্বীন (দ্বীনে ইছলাম) পূর্ণতা লাভ করেছে?

উত্তর:- হ্যাঁ অবশ্যই আল্লাহ ﷻ তাঁর রাছূলের (ﷺ) মাধ্যমে দ্বীনে ইছলামকে এমন পরিপূর্ণতা দান করেছেন যেন তাঁর (রাছূল ﷺ এর) পরে দ্বীনে ইছলামের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য আর সামান্যতম কোন কিছুর প্রয়োজন না হয়।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কি?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا.[১০৫]

অর্থাৎ- আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলোম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইছলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।[১০৬]

---

১০১. سورة الأعراف- ١٥٨

১০২. ছূরা আল আ'রাফ- ১৫৮

১০৩. سورة الأحقاف- ٢٩

১০৪. ছূরা আল আহক্বাফ- ২৯

১০৫. سورة المآئدة- ٣

১০৬. ছূরা আল মা-য়িদাহ- ৩

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

প্রশ্ন:- রাছূল ﷺ এর মৃত্যুর (তিনি যে মৃত্যুবরণকারী-মরণশীল, এ কথার) প্রমাণ কি?

উত্তর:- এ কথার প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) এ বাণী:-

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ.[১০৭]

অর্থাৎ- নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। অতঃপর ক্বিয়ামাতের দিন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার সামনে পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে।[১০৮]

প্রশ্ন:- মৃত্যুর পরে কি মানবজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে?

উত্তর:- হ্যাঁ অবশ্যই মৃত্যুর পরে প্রতিটি মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

এর প্রমাণ হলো- ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ ইরশাদ করেছেন:-

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى.[১০৯]

অর্থাৎ- এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে বের করব।[১১০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ ইরশাদ করেছেন:-

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.[১১১]

অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদগত করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।[১১২]

---

১০৭. سورة الزمر-৩০-৩১

১০৮. ছূরা আয্ যুমার- ৩০-৩১

১০৯. ٥٥ -طه

১১০. ছূরা ত্বা-হা- ৫৫

১১১. سورة نوح- ١٧-١٨

১১২. ছূরা নূহ- ১৭-১৮

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

প্রশ্ন:- পুনরুত্থানের পর মানবজাতির যাবতীয় কাজের হিসাব নিকাশ নেয়া হবে কি না, এবং প্রতিটি মানুষকে তার কর্মের প্রতিদান বা প্রতিফল দেয়া হবে কি না?

উত্তর:- অবশ্যই পুনরুত্থানের পর প্রতিটি মানুষের নিকট থেকে তার যাবতীয় কৃতকর্মের হিসাব নেয়া হবে এবং সে অনুযায়ী তাকে প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদান করা হবে।

এ কথার প্রমাণ হলো- ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى.[১১৩]

অর্থাৎ- যাতে তিনি মন্দকর্মীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সৎকর্মীদেরকে দেন ভালো ফল।[১১৪]

প্রশ্ন:- পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী তথা একে অস্বীকারকারীর হুক্ম কি?

উত্তর:- যে ব্যক্তি পুনরুত্থানের (মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত হওয়ার) বিষয়কে অস্বীকার করে, সে কাফির। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (ﷻ) এ বাণী:-

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.[১১৫]

অর্থাৎ- কাফিররা দাবি করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন! অবশ্যই হবে। আমার পালনকর্তার কৃছম! তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হবে, অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ ।[১১৬]

প্রশ্ন:- আল্লাহ ﷻ তাঁর রাছূলগণকে কি বিষয় দিয়ে পাঠিয়েছেন?

উত্তর:- যারা আল্লাহ্‌র এককত্ব অক্ষুন্ন রাখে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে এবং যারা আল্লাহ্‌র (ﷻ) সাথে শির্ক-অংশীদার নির্ধারণ করে তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয়-ভীতি প্রদর্শন করার জন্য আল্লাহ ﷻ রাছূলগণকে (عليهم السلام) পাঠিয়েছেন।

প্রশ্ন:- এ কথার প্রমাণ কি?

---

১১৩. سورة النجم- ٣١

১১৪. ছূরা আন্ নাজম-৩১

১১৫. سورة التغابن- ٧

১১৬. ছূরা আত্ তাগাবুন- ৭

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো- ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ইরশাদ করেছেন:-

رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.[৭১১]

অর্থাৎ- সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাছূলগণকে প্রেরণ করেছি। যাতে রাছূলগণের পরে আল্লাহ্‌র প্রতি অভিযোগ আরোপ করার কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।[১১৮]

প্রশ্ন:- সর্ব প্রথম রাছূল কে?

উত্তর:- নূহ عَلَيْهِ السَّلَامُ

প্রশ্ন:- এর প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (عَزَّوَجَلَّ) এ বাণী:-

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ.[৯১১]

অর্থাৎ- আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সকল নাবী-রাছূলের প্রতি যারা তার পরে প্রেরিত হয়েছেন।[১২০]

প্রশ্ন:- এমন কোন উম্মাত (জাতি) কি বাকি রয়েছে, যাদের প্রতি আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى একমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত করার এবং ত্বাগূতকে বর্জন করার ও ত্বাগূত থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ প্রদানকারী কোন রাছূল প্রেরণ করেননি?

উত্তর:- না, এমন কোন উম্মাত নেই যাদের প্রতি আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ কোন রাছূল প্রেরণ করেননি। বরং আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ প্রত্যেক উম্মাতের প্রতি রাছূল প্রেরণ করেছেন। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্‌র (جَلَّ جَلَالُهُ) এ বাণী:-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.[১২১]

---

১১৭. سورة النساء- ١٦٥

১১৮. ছূরা আন্‌নিছা- ১৬৫

১১৯. سورة النساء- ١٦٣

১২০. ছূরা আন্‌নিছা- ১৬৩

১২১. سورة النحل- ٣٦

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ- আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাছূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত করো এবং ত্বাগূত থেকে নিরাপদ দূরে থাকো।[১২২]

প্রশ্ন:- ত্বাগূত কী?

উত্তর:- ত্বাগূত হলো- যার উপাসনা, অনুসরণ ও আনুগত্যের দ্বারা সীমালঙ্ঘন করা হয়।

প্রশ্ন:- ত্বাগূতের সংখ্যা কত?

উত্তর:- ত্বাগূতের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে প্রধান হলো পাঁচটি-

(১) ইবলীছ (لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ) আল্লাহ্‌র লা‘নাত তার উপর।

(২) যে ব্যক্তি তার উপাসনা করা হলে সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

(৩) যে নিজে উপাস্য হতে চায় তাই লোকদেরকে তার উপাসনা করার জন্য আহবান জানায়।

(৪) ঐ ব্যক্তি যে ‘ইলমুল গাইব বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখার দাবি করে।

(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে।

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন ত্বাগূতকে অস্বীকার করি, তা থেকে নিরাপদ দূরে থাকি এবং আমরা যেন মুছলমানদের দলভুক্ত হই।

প্রশ্ন:- এ কথাগুলোর প্রমাণ কি?

উত্তর:- এর প্রমাণ হলো, ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ইরশাদ করেছেন:-

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.[১২৩]

১২২. ছূরা আন্ নাহল- ৩৬

১২৩. سورة البقرة- ٢٥٦

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থাৎ- দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে গুমরাহী থেকে হিদায়াত সুস্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে গেছে। অতএব যে ত্বাগূতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো, সে দৃঢ়ভাবে ধারণ করলো নির্ভরযোগ্য সুদৃঢ় রজ্জু, যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আর আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।[১২৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.[৫২১]

অর্থাৎ- আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাছূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত করো এবং ত্বাগূত থেকে নিরাপদ দূরে থাকো।[১২৬]

আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেন:-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَّ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهَّ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.[৭২১]

অর্থাৎ- বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা এমন একটি কালিমাহ্‌র দিকে এসো যা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান, (তা হলো) যে- আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ‘ইবাদাত করব না এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কেউ কাউকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করবে না। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আপনারা বলে দিন, তোমরা সাক্ষী থেকো যে, অবশ্যই আমরা মুছলমান।[১২৮]

আর এটাই (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ‘ইবাদাত না করা, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা এবং আল্লাহ ব্যতীত একে অপরকে পালনকর্তা সাব্যস্ত না করা) হলো “ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ” (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) এর অর্থ। হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, রাছূল ﷺ বলেছেন:-

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ في سبيل الله.[৯২১]

---

১২৪. ছূরা আল বাক্বারাহ- ২৫৬

১২৫. سورة النحل- ٣٦

১২৬. ছূরা আন্ নাহল- ৩৬

১২৭. سورة آل عمران- ٦٤

১২৮. ছূরা আ-লে ‘ইমরান- ৬৪

১২৯. رواه الترمذي و أحمد

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অর্থ- সর্ব প্রধান বিষয় হলো ইছলাম এবং ইছলামের স্তম্ভ হলো নামায। আর ইছলামের শীর্ষ স্তম্ভ হলো (আল্লাহ্‌র রাহে) জিহাদ।[১৩০]

আল্লাহ্‌ই (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) সবচেয়ে বেশি জানেন।

১৩০. জামে‘ তিরমিযী, মুছনাদে ইমাম আহ্‌মাদ

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.